উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নভেম্বর, ২০১৪

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

প্রেরক ঃ মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান
..................উপজেলা পরিষদ
জেলা ....

বিষয় ঃ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌঁছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ লক্ষ্য পূরণে উপজেলাসমূহের অনুকূলে প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে এ বরাদ্দ দ্বারা জনকল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২. রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসমন্বিতভাবে স্থানীয় ও সরকারি সম্পদ এবং দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। ১৯৮৩ সাল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা জারী থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা সহজতর ও যুগোপযোগী আকারে সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

৩. বাংলাদেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলে ইতোমধ্যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এ অভিজ্ঞতাকে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা গেলে সফল প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখা যাবে। তাই এ নির্দেশিকা জারি হবার পর ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের জন্য জারিকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ, নির্দেশিকা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ নির্দেশিকা অনুসারে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রদত্ত বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। সরকার আশা প্রকাশ করে যে, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকার সঠিক প্রয়োগ সরকারি সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করবে।

৪. পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ এ নির্দেশিকা'র অনুসরণে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার যৌথভাবে এডিপি অর্থ ব্যয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. এ নির্দেশিকা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মনজুর হোসেন)
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল),..বিভাগ।
২. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),..................................বিভাগ।
৩. জেলা প্রশাসক (সকল),..জেলা।
৪. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),.............................. জেলা।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),..............উপজেলা...........জেলা।
৬. ভাইস চেয়ারম্যান(সকল),................,উপজেলা পরিষদ,................জেলা।

১০/১১/২০১৪

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপসচিব
ফোন-ফ্যাক্সঃ ৯৫৬২২৪৭

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
৫. সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, ঢাকা।
৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

১০/১১/২০১৪

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপসচিব

'উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা' প্রণয়নের সুপারিশ

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে দেশের বিশাল গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে মোট ৪৮৭টি উপজেলা গঠন করা হয়েছে। জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা, অবকাঠামোগত সুযোগ, প্রশাসনিক সুবিধা, ইত্যাদির নিরিখে এসব উপজেলা সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌঁছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। উপজেলাসমূহের অনুকূলে প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে এ বরাদ্দ দ্বারা জনকল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম ১৯৮৩ সালে একটি অনুসরনীয় নির্দেশমালা জারি করা হয়। বাস্তব সমস্যার আলোকে এ নির্দেশিকা ১৯৮৫ ও ১৯৮৮ সালে অধিকতর সংশোধনক্রমে জারি করা হয়। ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্তির পর এ তহবিল ব্যবহারের জন্য আরেকটি অনুসরণীয় নির্দেশিকা জারি করা হয় ০৩ আগষ্ট ১৯৯৪ তারিখে। বস্তুতঃ নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছিল উপজেলাসমূহের অনুকূলে শুধুমাত্র ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত এডিপি থোক বরাদ্দ ব্যবহারের জন্য। অতঃপর ১০ আগষ্ট, ২০০৪ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের এডিপি থোক বরাদ্দ ব্যবহারের একটি পূর্নাঙ্গ নির্দেশিকা জারি করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত নির্দেশনামালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ নির্দেশমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

ক) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নয়নমুখী ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা;
খ) অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত ও স্থানীয় সম্পদ সমাবেশকে উৎসাহিত করা;
গ) স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতাকে কাজে লাগানো;
ঘ) প্রশাসন ও উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
ঙ) জন চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২. উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নীতি ঃ

সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ জাতীয় পরিকল্পনার পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও কারিগরী দক্ষতাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং সমগ্র উপজেলাটিকে একক হিসেবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্দেশিকা উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ২৩ ধারা ও আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এটাই বাঞ্চনীয়। উপজেলাসমূহ যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখবে নিচে সংক্ষেপে তা সন্নিবেশিত করা হলঃ

ক) উপজেলাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে যে সব প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং যে সকল প্রকৃতির প্রকল্প বিষয়ে গণচাহিদা রয়েছে সে সব প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে অর্থাৎ অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় চাহিদাই হবে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থার যে সকল কর্মসূচি উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সময়ে সময়ে হস্তান্তর করা হবে সে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান উপজেলা পরিষদ করবে। উপজেলা পরিষদ এ জাতীয় প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, নক্সা তৈরী ও বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এ সব কর্মসূচির উদাহরণ হল ঃ কাবিখা, নিবিড় চাষ কর্মসূচি, মৎস্য ও হাঁস মুরগীর চাষ/উন্নয়ন, টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

খ) জাতীয় সরকার ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উপজেলা পরিষদ এ সব প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যৌথ অংশীদার হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে। উপজেলা পরিষদ এ সব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচলিত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনা অনুসরণ করবে। এ জাতীয় প্রকল্প বাস্ত

বায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিচালকগণসহ জাতীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

গ) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে আন্তঃ ইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দেবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবে। প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্পদ সমাবেশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবে।

ঘ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অর্থে নিচের যে কোন একটি পদ্ধতির অনুসরণে বা উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতাই হবে মূল নির্ধারক। এতে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যেমন স্বাধীনতা ভোগ করবে, তেমনি দূরদর্শী ও স্বল্প-মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর সামর্থ্য অর্জন করবে। কর্মসূচিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নকে সরকার যে কোন উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবেও প্রয়োগ করতে পারে-

১. স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদ কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাায়ন করতে পারবে। উদাহারণস্বরূপঃ কোন বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দে পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন, কোন বছরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কোন বছরে স্কুল গৃহ নির্মাণ করার প্রকল্প নিতে পারে অর্থাৎ কোন বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের সমুদয় বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিকাংশ অর্থ যে কোন একটি খাতের নির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত না হয়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা গেলে সমগ্র উপজেলা এলাকায় একক কর্মসূচির আওতায় সমধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে সম্পদের অপচয় কমবে, দৃশ্যমান ও বস্তুগত উন্নয়ন বাড়বে, কাজের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং আর্থ-সামাজিক ও জীবন মান উন্নয়ন বহুলভাবে প্রভাবিত হবে। ক্রমে উপজেলাগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এককে পরিণত হবে।

২. একইসঙ্গে উপজেলাসমূহ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতওয়ারী বিভাজনের মাধ্যমেও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে। খাতওয়ারী বিভাজনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌলিক নীতি হবে চাহিদার নিরিখে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে উপজেলা এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রয়োজনকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য অগ্রাধিকার প্রকল্পের অনুমোদিত তালিকার প্রকল্প ক্রমানুযায়ী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক যে কোন প্রকল্প বাছাই, গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশ দূষণ করে এরূপ কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উপজেলাসমূহ পরিহার করবে।

চ) বিদেশী সাহায্য ঃ

১. উপজেলা পরিষদ বৈদিশিক সাহায্য প্রয়োজন হয় এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে না এবং কোন বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে না;

২. যদি কোন বিশেষ ধরনের উন্নয়ন তৎপরতার জন্য বৈদিশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় সেক্ষেত্রে উপজেলাসমূহ এ প্রকারের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা ও সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত বিবেচনা করলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনুসৃত রীতি অনুসারে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে। তবে ঐ প্রকল্পের বিভাজ্য অংশসমূহ একটি সার্বিক নীতিমালার অধীনে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এরূপ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে।

ছ) ম্যাচিং ফান্ড ঃ

উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কোন জাতীয় প্রকল্পের কার্যক্রম বা অন্য কোন সংস্থা বা সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য ম্যাচিং ফান্ডের প্রয়োজন হলে তা সাধারণতঃ নিজস্ব সম্পদ বা রাজস্ব তহবিলের অর্থে সংস্থান করবে। কোন ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদের অপ্রতুলতা বা অপ্রাপ্যতার কারণে প্রয়োজনীয় ম্যাচিং ফান্ডের সংস্থান করতে ব্যর্থ হলে উপজেলা উন্নয়ন থোক বরাদ্দের নিজস্ব হিস্যার অর্থ দ্বারা তা সম্পন্ন করতে পারবে। তবে এর পরিমান কোনভাবেই ঐ ইউনিয়নের আনুপাতিক হিস্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।

৩. উপজেলা পরিষদ তহবিল ঃ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত]-এর ৩৫ ধারায় উপজেলা পরিষদ তহবিল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ তহবিল উপজেলা পরিষদ তহবিল নামে অভিহিত হবে। এর দুটি অংশ থাকবে ঃ

ক) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা ;

খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা।

নিচে তহবিলদ্বয়ের বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর উৎস হবে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি হতে প্রাপ্ত আয়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ৪র্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ আরোপিত বিভিন্ন কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, হাট বাজার ইজারা লব্দ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%), ভূমি হস্তান্তর করের ১%, ভূমি উন্নয়ন করের ২%, পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা, পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

প্রতি বছর রাজস্ব তহবিলের প্রাপ্ত আয় হতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ বছর শেষে পরবর্তী বছরের উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের সদ্বব্যবহার ও যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের যোগান বাড়াতে উপজেলা পরিষদ শুধু রাজস্ব তহবিলের অর্থ উন্নয়ন জমার অন্তর্ভুক্তিই নিশ্চিত করবে না, একই ভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করবে।

খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও দেশের অগ্রসর ও অনগ্রসর এলাকার মধ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন জরুরী। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছে। সরকারি মঞ্জুরী ও নিজস্ব রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণতঃ তহবিলের উৎস হবে-

১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দ;
২) রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩) স্থানীয় অনুদান;
৪) এডিপিভুক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ;
৫) কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থ।

৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দের বন্টন ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত উন্নয়ন থোক বরাদ্দ নিম্নরূপে বিভাজন ও উপজেলাসমূহের মধ্যে নির্ণায়ক অনুযায়ী বন্টন নিশ্চিত করবে -

বিভাজন

স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ নিম্নরূপ হারে বিভাজন করবে-

ক) কমপ্লেক্স ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	- ১৫%
খ) সাধারণ	- ৫০%

গ) দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শন - ৩%
ঘ) অপ্রত্যাশিত খাত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) - ২%
ঙ) অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী) - ২৫%
চ) চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ(মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী) - ৫%

তবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিভাজন হার পরিবর্তন করতে পারবে।

ক). ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

দেশের অধিকাংশ উপজেলা পরিষদ ভবনসহ হস্তান্তরিত দপ্তরের ভবনসমূহ অতি পুরাতন, জরাজীর্ন এবং কোন কোনটি ব্যবহার অনুপযোগী। এসব দালান কোঠার জরুরী নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয়ে এ প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দুরুহ কাজ। ফলে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অনধিক ১৫% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংরক্ষিত রেখে প্রয়োজনের নিরিখে পৃথকভাবে বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক এসব ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হবে। উক্ত ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/ বিদ্যমান ভবনসম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-২/এম-৫/২০০৮/২১৮৫ নং পরিপত্র অনুসরণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণ করে উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

১. প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সভা করে উপজেলাওয়ারী অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ চুড়ান্ত করবে-

১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - আহ্বায়ক
২) যুগ্মসচিব/উপসচিব (উপজেলা) - সদস্য
৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিচে নয়) - সদস্য
৪) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিচে নয়) - সদস্য
৫) সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য-সচিব

২. এ খাতে কোন একটি উপজেলায় এক বছরে অনধিক ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা যাবে এবং ০৭ (সাত) লক্ষ টাকার নিচের কোন প্রাক্কলন বিবেচিত হবে না। কোন অর্থ বছরের বরাদ্দ অবশ্যই ৩১মার্চের মধ্যে ছাড় নিশ্চিত করতে হবে;

৩. কোন উপজেলার কমপ্লেক্স ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবনসম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলে তা এডিপি উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের আওতায় বিবেচনা করা যাবে না।

খ). সাধারণ -

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদসমূহের অনুকূলে উপরোক্ত বিভাজন অনুযায়ী সাধারণ ও অন্যান্য খাতের ৫০% ভাগ অর্থ নিম্নরূপে বন্টন করবে-

১) জনসংখ্যা - ৩৫%
২) আয়তন - ৩৫%
৩) সাধারণ - ৩০%

গ). দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শন খাত ঃ

দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শণের লক্ষ্যে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ৩% স্থানীয় সরকার বিভাগ বন্টন করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ খাতের অর্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীগণকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এর পরও অর্থ অবশিষ্ট থাকলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘ). অপ্রত্যাশিত খাত ঃ

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অপ্রত্যাশিত জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ২% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ পৃথক করে ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টন করবে। অপ্রত্যাশিত খাতে এ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

ঙ). অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ ঃ

যেসকল উপজেলা এলাকা দরিদ্রপীড়িত ও অনগ্রসর এবং যেসকল উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় কম সেসকল উপজেলা পরিষদের অনুকূলে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ২৫% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বন্টন করা যাবে। বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক খাতে এ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

চ). চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ -

স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের ৫% অর্থ চলমান প্রকল্পে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বন্টন করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক খাতে এ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

৫। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঃ

(১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত]-এর ৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প তালিকা ও বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের তালিকা ও পরিকল্পনার একটি অনুলিপি বাস্তবায়নের পূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং জনসাধারণের অবগতি ও পরামর্শের জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করবে।

(২) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, নক্সা তৈরী, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে। যে সব প্রকল্পের নক্সা তৈরি ও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এর জন্য উচ্চতর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করবে। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ জাতীয় বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন।

৬। উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজন ঃ

(১) উপজেলা পরিষদসমূহ ২.ঘ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ২ উপ-অনুচ্ছেদ মতে খাতভিত্তিক নিম্নরূপ বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে পারবেঃ

খাত	বরাদ্দ
১. কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ঃ **ক) কৃষি ও সেচ ঃ** নিবিড় শস্য কর্মসূচি, প্রদর্শনী খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী চাষ, জলনিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ।	১০%
খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঃ মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার।	৫%
গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি।	৫%

২. বস্তুগত অবকাঠামো ঃ ক) পরিবহন ও যোগাযোগ ঃ রাস্তা নির্মাণ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচি, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৫%
খ) জনস্বাস্থ্য ঃ পল্লী জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।	১৫%
৩. আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ঃ **ক) শিক্ষার উন্নয়ন** ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ।	১০%
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণঃ স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই কর্মসূচি, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা।	১৫%
গ) যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ যুব কর্মকাণ্ড, খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।	১০%
ঘ) মহিলা ও শিশু কল্যাণঃ মহিলা কল্যাণসহ সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড।	১০%
ঙ) বিবিধ ঃ জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে উপজেলা জরিপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকি ব্যয় হিসাবে ১% অর্থ এ খাত হতে ব্যবহার করা যাবে)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও স্কাউটিং/গার্লস গাইড (অনধিক ১%)।	৫%

৭। প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাছাই, প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন পদ্ধতি ঃ

(১) উপজেলা পরিষদ যে সব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে সেগুলো অবশ্যই উপজেলা পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারেও এ নির্দেশমালা অনুসরণ করতে হবে।
(২) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে পরিষদের বৈঠকে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। মতৈক্যের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
(৩) উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদে ১৩(তের) সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকবে। প্রকল্প বাছাই কমিটি হবে নিম্নরূপঃ

১.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	আহবায়ক
২.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য
৪.	ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা), উপজেলা পরিষদ	সদস্য
৫.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
১২.	উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	সদস্য
১৩.	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য সচিব

কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(৪) প্রকল্প প্রণয়নঃ
ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভ্যাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভ্যাইস চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণ জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ উপজেলা পরিষদে দাখিল করবেন;
খ) উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত বিভাগীয় দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানগণ আন্তঃ ইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ এবং বিভাগীয় প্রকল্পসমূহ প্রণয়নপূর্বক উপজেলা পরিষদে পেশ করবেন।
গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহবান করে তাঁদের উপস্থিতিতে প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরীক্ষা ও বাছাইপূর্বক উপলো পরিষদে পেশ করবেন। কমিটি সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হতে প্রাপ্ত

প্রকল্পগুলো বাছাই চূড়ান্ত করবে ও উপজেলা পরিষদ সভায় পেশ করবে। তাছাড়া আন্তঃ ইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ উপজেলা প্রকৌশলী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান প্রস্তুত ও বাছাইকরতঃ কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। কমিটি যাচাই বাছাইকরতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদ সভায় উপস্থাপন করবে।

(৫) প্রকল্প বাছাইঃ উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি ৭(৪) এর আওতায় প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় যাচাই-বাছাই করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশসহ উপজেলা পরিষদে পেশ করবেন। উপজেলা পরিষদ পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত প্রকল্প অনুমোদন করবে।

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারিগরী বিশ্লেষণের জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উপজেলা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে বা সদস্য নন এমন ব্যক্তিবর্গ সমম্বয়ে একটি উপকমিটি গঠন করতে পারবে। উপজেলা পরিষদের নির্দেশনানুযায়ী নির্ধারিত ছক অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী/বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রণয়ন করবেন। তিনি উক্ত প্রকল্পসমূহ এ নির্দেশিকা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্প বাছাই কমিটির বিবেচনাকল্পে পেশ করার জন্য দায়ী থাকবেন। সংযোজনী ২-এ প্রকল্প ছকের একটি নমুনা সংযুক্ত করা হলো।

(৭) উপযুক্ত প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ পূর্ব হতেই পূর্ববর্তী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে।

(৮) পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এ ধরনের প্রকল্প যেন গৃহীত না হয় তা বাছাই কমিটি নিশ্চিত করবে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

(১) উপজেলা পরিষদ দরপত্র/উন্মুক্ত দরপত্র বা প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

(২) প্রকল্প নির্বাচন চূড়ান্ত করার পর যথাশীগ্র সম্ভব উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এগুলোর জন্য সংস্থানকৃত অর্থ বিবেচনায় রেখে উপজেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে দরপত্র আহবান, ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিলম্ব পরিহারকল্পে প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক বাস্তবায়নযোগ্য সকল প্রকল্পের দরপত্র একবারে আহবান করতে পারবে।

(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বা তৎপর থাকতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন প্রতিবছর ৩১ মে তারিখের মধ্যে শেষ করা যায়।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সাধারণভাবে চূড়ান্তকৃত প্রাক্কলন সংশোধন করা যাবে না। এরূপ সংশোধন যাতে প্রয়োজন না হয় সে জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতকারী প্রকৌশলী প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুতের পূর্বে প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পন্ন করবেন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

তবে, অনিবার্য ও যুক্তিসংগত কারণে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০% এর বেশী হলে এবং সংশোধিত প্রাক্কলন উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে, এ বর্ধিত কাজের জন্য পৃথক দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক বর্ধিত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

(৫) কোন প্রকল্পের নবায়ন ও বিশেষ মেরামতের ক্ষেত্রে ব্যয় সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

(৬) যে সমস্ত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তাবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে না, তার একটি তালিকা সংযোজনী-১ এ দেয়া হলো।

৯। দরপত্র আহ্বান ঃ

(১) ২,০০,০০০/-**(দুই লক্ষ)** টাকা মূল্যমানের অধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা এবং পিপিএ ও পিপিআর অনুসরণে দরপত্র আহবান করবেন। ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য তিনি প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তুলনামূলক বিবরণী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় পেশ করবেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবেঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
২.	পরিষদ কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য	-	সদস্য
৩.	পরিষদ কর্তৃক মনোনীত মহিলা সদস্য	-	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান	-	সদস্য
৫.	উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য-সচিব

(২) দরপত্র কমিটি ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই উপজেলা প্রকৌশলী নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যাদেশ প্রদান করবেন। ভিন্নরূপে কোন প্রকল্প বাস্ত

বায়নের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদ উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে যে কোন দরপত্র বাতিল করতে পারবে।

(৩) উপজেলা প্রকৌশলী প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ সুষ্ঠুভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। প্রকল্পের কোন এ্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং ঠিকাদার চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার বিহিত করা যদি উপজেলা প্রকৌশলীর আয়ত্তের বাইরে হয়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানে নজরে আনবেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রচলিত বিধান অনুযায়ী যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করবেন তিনি সেভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০। প্রকল্প কমিটি ঃ

(১) ২,০০,০০০/-(**দুই লক্ষ**) টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের প্রকল্পসমূহ প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রকল্প কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭-৯ জনের মধ্যে সীমিত থাকবে। প্রতিটি প্রকল্প কমিটির একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্য, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য, উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, সমাজকর্মী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত হতে পারবেন।

(২) প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হবেন স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তবে ১৫(৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মকর্তা কমিটিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী ও হিসাব রক্ষণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবেন।

৩) উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থ বছরে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে। কোন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম দেখা দিলে প্রচলিত নিয়মে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপজেলা প্রকৌশলী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত/মনোনীত কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সম্পাাদিত সকল লেনদেন-এর হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবেন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা পরিষদের নিকট হিসাব বিবরণী পেশ করবেন।

(৫) প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রাক্কলন, নকশা প্রস্তুতে উপজেলা প্রকৌশলী বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা সহায়তা প্রদান করবেন।

(৬) সকল প্রকল্প কমিটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না।

(৭) উপজেলা পরিষদ কোন প্রকল্প কিংবা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প কমিটি গঠন করতে পারবে। প্রকল্প কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং এ কমিটি উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(৮) উপজেলা পরিষদ এরূপে নিযুক্ত প্রকল্প কমিটিকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনবোধে আগাম সর্বোচ্চ ২৫% অর্থ প্রদান করতে পারবে। উক্ত আগাম অর্থ হতে প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা যাবে। তবে স্বভাবতঃই এ আগাম প্রদান তহবিল প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল হবে।

১১। বরাদ্দের উপর ভিত্তিকরে প্রকল্পগ্রহণ ঃ

(ক) বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের ভিত্তিতে অথবা বরাদ্দকৃত প্রথম কিস্তির উপর ভিত্তি করে দরপত্র আহবান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর, যদি সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে উক্তরূপ নিরুপিত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, তাহলে যে পরিমান অর্থ কম পাওয়া যাবে সে পরিমাণ অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না। তবে উক্ত প্রকল্প পরবর্তী অর্থ বছরের বরাদ্দের অর্থে বাস্তবায়ন করা যাবে। কোন অবস্থাতেই এক অর্থ বছরের বরাদ্দ অন্য অর্থ বছরে সমন্বয়/ব্যয় করা যাবে না।

(খ) কোন অর্থ বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের যে পরিমাণ অবহিত করা হবে কিংবা প্রথম কিস্তিতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভিত্তি করে যে অংক নিরুপিত হবে, তার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা যাবে না।

১২। কর্মপন্থা নির্ধারক নির্দেশমালা ঃ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, নক্সা তৈরী, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত নির্দেশমালা অনুসরণ করবেঃ

ক. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

১) এ নির্দেশিকার পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং একটি পরিকল্পনা বই হাল অবস্থায় সংরক্ষণ করবে। এছাড়া প্রতি অর্থ বছরের জন্য একটি বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে হবে (এডিপি)। অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প তালিকা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সীমিত থাকবে।

৩) উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিফলিত জাতীয় সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪) জাতীয় সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক এলাকাটিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিবেচনায় রেখে অনুরূপ প্রকল্প/কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি পরিহার করে দুস্প্রাপ্য সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে।

৫) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ কেবলমাত্র সে সকল প্রকল্পই গ্রহণ করবে যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং যে সকল প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু ঐ কর্মসূচির পরিপূরক তেমন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যথাঃ স্কাউটস, গার্লস গাইড ইত্যাদির উন্নয়ন, পাঠাগার স্থাপন, শিশু কল্যাণ, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, খেলাধুলার প্রসার প্রভৃতি সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্যক বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬) উপজেলাসমূহ এলাকার স্বার্থে এমন প্রকল্প গ্রহণ করবে যা দ্রুত ফল প্রদানে সক্ষম, মুদ্রাস্ফীতিরোধক এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য। কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল দু'বছর এর বেশী হবে না।

৭) দুস্প্রাপ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করবে। সাধারণতঃ সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম এরূপ উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পালন করবেঃ

ক. কেবলমাত্র সে সকল প্রকল্প গ্রহণ করবে যা দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব;
খ. উপজেলা পরিষদ পৌর এলাকায় অতি জরুরী প্রয়োজন না হলে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে না;
গ. স্থানীয় কাঁচামাল ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার বা এর বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করার উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের স্বকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক তৎপরতাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করবে।

৯) উপজেলা পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্ত বায়ন করছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবতার নিরিখে উপজেলা পরিষদ যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। দ্বৈততা (Repeatation) ও অতিক্রমন (Overlapping) পরিহারের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

১০) একইভাবে নলকূপ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ-এর সাথে সমন্বয় করবে।

১১) উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী রাস্তা উন্নয়ন এবং ছোট ছোট সেতু /কালভার্ট নির্মাণে গুরুত্ব দিবে।

১২) কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী পূর্ত কর্মসূচি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ব্যতীত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনরূপ মাটির কাজ করবে না। স্থানীয় বা ভৌগলিক কারণে কোন ব্যতিক্রমের প্রয়োজন হলে এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কমসূচির মাধ্যমে করা সম্ভব না হলে তা করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মতি নিতে হবে।

১৩) উপজেলা পরিষদ জাতীয় সরকারের উন্নয়ন নীতির সম্পূরক কিংবা পরিপূরক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করবে। এরূপ পদক্ষেপ দ্রুততর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জণে জাতীয় প্রচেষ্টার সহায়ক হবে।

১৪) প্রকল্প বাস্তায়নে বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্য চাষের জন্য মজাপুকুর খনন, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ধরনের যে সমস্ত প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করা উপযুক্ত বিবেচনা করবে তা সাধারণতঃ সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৫) উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন জমার অনধিক ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগ) অর্থ ঐ উপজেলায় সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য চলতি আনুষংগিক প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে।

১৬) প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তায়নকালে বাৎসরিক পরিচালনা ব্যয় প্রকল্প ব্যয়ের অংশরূপে গণ্য হবে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। বস্তুতঃ একটি প্রকল্প সমাপ্তির পর এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতিরেকে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

১৭) উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেঃ

ক. পল্লী সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;
খ. সাধারণতঃ পল্লী সড়কে পুল/কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হলে উপজেলা পরিষদ এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ হতে বিরত থাকবে তবে পুল/কালভার্ট নির্মাণ ব্যয় ৭ (সাত) লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে এবং একটি বা দুটি পুল/কালভার্ট নির্মাণ করলে যদি সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় তবে, এরূপ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে;
গ. মাটির কাজ প্রয়োজন এমন প্রকল্প গ্রহণ হতে বিরত থাকতে হবে;
ঘ. উপজেলা পরিষদ পল্লী সড়ক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে সড়কের উভয় পার্শ্বে অবশ্যই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ সম্পদ বিক্রয় ও বন্টনে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সমন্বিত নির্দেশনামালা অনুসরণ করবে।
ঙ. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৬৩ ধারার অধীনে সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন বিধিমালা জারি করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালায় সন্নিবেশিত প্রকল্প সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১৮). উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে কো-ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

খ. সেচ প্রকল্প গ্রহণ ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কৃষি উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সেচ প্রকল্পের অধীনে পানি পরিবহন করার জন্য সেচ নালা নির্মাণ করার প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে শুধু সীমিত ব্যক্তিবর্গ নয় বরং সার্বিকভাবে সকলের উপকারের জন্য সেচ নালা নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে স্ব স্ব জমিতে সেচের পানি পরিবহণ করার জন্য ফিল্ড চ্যানেল নির্মাণের দায়িত্ব জমির মালিকের থাকবে। পাকা সেচ নালা উপজেলা সেচ ম্যানুয়েল অনুযায়ী অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন করা উচিত হবে। পাকা সেচ নালার জন্য কম খরচে এবং স্থানীয় প্রযুক্তির আলোকে পোড়া মাটির টালি, বিটুমিন শোধিত পাটের ছালা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. জাতীয় প্রকল্প ঃ

জাতীয় ভিত্তিতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের উন্নয়নে যাতে যুগপৎ জাতীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদ হতে অর্থ বিনিয়োগ না হয়, উপজেলা পরিষদ তার নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ নীতি অনুসরণের জন্য উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যাচাই করতে পারে।

ঘ. মোটর যানবাহন ক্রয় ঃ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী দ্বারা কোন মোটরযান (কার, জীপ, মাইক্রোবাস, বাস কিংবা মোটর লঞ্চ প্রভৃতি) ক্রয় করা যাবে না।

১৩. জরিপঃ

১) যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ নিজ এলাকার আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করবে। সাধারণতঃ এ কাজ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে সম্পাদন করবে। এরূপ কাজের জন্য উপদেষ্টা/ কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা যাবে না।
২) উপজেলা পরিষদ আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।
৩) স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে কেয়ার বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদে আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সামাজিক পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ইউএনডিপি সিরাজগঞ্জ জেলায় ও বার্ড কুমিল-া এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে যথাক্রমে অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা

পরিষদ কেয়ার বাংলাদেশ ও অন্যান্য সংস্থার এসব পরীক্ষামূলক কর্মসূচিকে সমন্বিত করে আর্থ-সামাজিক জরীপ ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিতে পারে।

১৪. গবেষণামূলক কাজ ঃ

উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ কোন গবেষণামূলক কাজ, সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাসহ কোন একাডেমিক সমীক্ষা বাবদ ব্যয় করা যাবে না। তবে কোন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই বা সমীক্ষা অত্যাবশ্যক হলে কেবল তখনই এ প্রকার সমীক্ষার জন্য পরিষদ নিম্নবর্ণিত সীমার মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে পারবেঃ

(ক) কোন অর্থ বছরে এ প্রকার সম্ভাব্যতা যাচাই/সমীক্ষার সংখ্যা তিনের অধিক হবে না;
(খ) কোন একটি স্কীমের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

১৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনাঃ

১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজসমূহ নিবিড় তদারকির জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন, বাস্তবায়ন কিংবা বাস্তবায়নোত্তর যে কোন পর্যায়ে পরিদর্শন করতে পারবেন। কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেবেন।

৩) অনুরুপভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারও পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিবেন। তিনি পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় তা উপস্থাপন করবেন।

৪) উপজেলা প্রকৌশলী/বিভাগীয় কর্মকর্তা সকল প্রকল্প গ্রহণ, সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ নকশা প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

৫) কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত বা মনোনীত করবে।

৬) উপজেলা পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকীর জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্প তদারকী কমিটি গঠন করবে। কমিটি সময়ে সময়ে উপজেলা পরিষদের নিকট রিপোর্ট করবে। পরিষদ প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প তদারকী কমিটির চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হতে পারবে না । সাধারণতঃ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড সদস্য প্রকল্প তদারকী কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। ভিন্নরুপ বিবেচিত হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৭) উপজেলা পরিষদ মাসে অন্ততঃ একবার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সতর্কভাবে পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তি বা প্রকল্প কমিটির গাফেলতি পরিলক্ষিত হলে পরিষদ পরবর্তী কিস্তির অর্থ প্রদান স্থগিত করতে পারবে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে প্রয়োজনে প্রকল্প কমিটি পুনর্গঠন করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) বিভাগীয় কমিশনার এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য উপজেলা সফর করতে পারবেন। তাঁদের প্রাসংগিক সফর প্রতিবেদনসমূহ উপজেলা পরিষদের নিকট এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করবেন।

৯) জেলা প্রশাসক তাঁর জেলাধীন যে কোন উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাঁর মন্তব্য, উপদেশ কিংবা কোন সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবেন।

১০.পরিচালক, স্থানীয় সরকার তাঁর অধিক্ষেত্রে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৩(তিন)টি উপজেলা পরিষদ এবং উপ-পরিচালক,স্থানীয় সরকার তাঁর অধিক্ষেত্রে কমপক্ষে ০২(দুই)টি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। প্রকল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করবেন।

১১) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ৩০ জুন সমাপ্য আর্থিক বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন তৎপরতার প্রকল্পওয়ারী ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করবে। উপজেলা পরিষদ এ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট ৩০ জুলাই এর মধ্যে পৌছানো নিশ্চিত করবে।

১২) স্থানীয় সরকার বিভাগ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উপজেলাসমূহের কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করবে ও ৩০ আগষ্ট এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা নেবে। কোন উপজেলা বাস্তবায়ন অগ্রগতির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণে ব্যর্থ হলে সে উপজেলার অর্থ ছাড় স্থগিত থাকবে।

১৩) এলাকার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপজেলা পরিষদ অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদে এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেবে।

১৪) এছাড়া প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন জনগণের অবগতির জন্য ছাপিয়ে প্রকাশ করবে। এতে প্রকল্পের নাম, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা,দক্ষ/অদক্ষ শ্রম জনদিবস সৃষ্টি, কাজের গুণগতমান ইত্যাদি তথ্যের উল্লেখ থাকবে। এর অনুলিপি পরিকল্পনা কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল উপজেলার তথ্য সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারে।

১৫) প্রকল্প স্থলে কোন দৃষ্টি আর্কষণীয় স্থানে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকল্পের নাম, ব্যয়ের পরিমাণ, প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

১৬. প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদ -

(১) অর্থ বছরের প্রারম্ভে চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনান্তে প্রস্তুতকৃত বিবরণী প্রতি বছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে;

(২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থের খরচের শতকরা হার উল্লেখসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে এবং

(৩) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতিবছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত] এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী এ নির্দেশনামালা জারি করা হলো। উপযুক্ত বিবেচিত হলে সরকার সময়ে সময়ে এর পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা সংশোধন করতে পারে।

উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা যে ধরণের কাজ করা যাবে নাঃ

১. কাফেটেরিয়া, রেঁস্তোরা বা বিপণী কেন্দ্র নির্মাণ।

২. সরকারের কোন বিভাগের বকেয়া পরিশোধের জন্য ব্যয়, যেমন বকেয়া বেতন বা অন্য কোন ঘাটতি/পাওনা পরিশোধ করা।

৩. উপজেলা পরিষদ ভবনের ফটক/সীমানা প্রাচীর, শহীদ মিনার, মসজিদ/মন্দির/গীর্জা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি।

৪. জেনারেটর ক্রয় করে বৈদ্যুতিকরণ।

৫. নতুন স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা স্থাপন।

৬. কোন ক্লাব বা সমিতি ভবন নির্মাণ।

৭. ব্যাংক বা অন্য কোন সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ইমারত নির্মাণ/মেরামত বা সম্প্রসারণ।

৮. টেনিস খেলার মাঠ নির্মাণ।

৯. কোন ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান।

১০. জাতীয় সরকারের সংরক্ষিত (Retained) বিষয়ের কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়।

১১. উপজেলা পরিষদের রাজস্ব খাতসমূহে অর্থ ব্যয়।

১২. পুকুর খনন, স্কুল বা খেলার মাঠ, নুতন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির জন্য জমি ক্রয়। তবে নিরাপদ/সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুকুর খনন ও রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের প্রয়োজন হলে সতর্কতার সাথে যুক্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৩. উপজেলা পরিষদে আয়ের জন্য ব্যবসাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ।

১৪. ব্যয়বহুল সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র বা বিলাস দ্রব্য ক্রয়।

১৫. পৌর-এলাকায় কোন প্রকল্প গ্রহণ। তবে জনস্বার্থে অতি জরুরী প্রয়োজন হলে উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পৌর এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

১৬. কিন্ডার গার্টেন স্কুল স্থাপন।

১৭. একই প্রকল্পে উপজেলা উন্নয়ন জমার সাথে জাতীয় প্রকল্পের বিভাজ্য অংশের জন্য প্রাপ্ত অর্থ সংমিশ্রণ করে ব্যয়।

১৮. সম্ভাব্যতা, বাস্তবতা, অগ্রাধিকার, স্থানীয় সম্পদ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি যাচাই না করে স্কীম গ্রহণ।

১৯. যে কোন প্রকারের যানবাহন ক্রয়।

২০. টেলিফোন স্থাপন, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা।

২১. কোন কর্মচারী নিয়োগ বা কোন ভাতা পরিশোধ।

২২. দিবস উদ্‌যাপন, সপ্তাহ পালন, মেলা বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠান।

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

১) প্রকল্পের নাম ঃ

২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ

৩) প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ঃ

৪) গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ঃ

৫) মোট ব্যয় ও বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস ঃ

৬) অনুমিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয় ঃ
(ক) জমি
(খ) শ্রমিক
(গ) সরঞ্জাম-
১) ইট
২) সিমেন্ট
৩) ইস্পাত
৪) অন্যান্য
(ঘ) পরিবহন
(ঙ) ভূমি উন্নয়ন
(চ) অন্যান্য

৭) বাস্তায়নকাল ঃ
(ক) আরম্ভের তারিখ ঃ
(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ

৮) প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান ঃ

৯) অর্থ সংস্থানের উৎসঃ
(ক) সরকার
(খ) স্থানীয় অনুদান
(গ) অন্যান্য

১০) বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ ঠিকাদারের মাধ্যমে/প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে ঃ

১১) জনশক্তির চাহিদা ঃ
(ক) দক্ষ
(খ) অদক্ষ
১২) সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ ঃ

১৩) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ঃ
(ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা এবং তাদের প্রশিক্ষণ
(খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ ও নিঃশেষে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা
(গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়
(ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতবিত পদ্ধতি

১৪) উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ প্রকল্প তথ্য (যদি থাকে তবে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে) ঃ

১৫) প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরণের সম্পূরক বিনিয়োগের প্রয়োজনঃ

১৬) প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এ জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ঃ

১৭) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমিত/প্রত্যাশিত সুফল ঃ
(ক) অর্থের হিসাবে
(খ) কর্ম সংস্থানের হিসাবে
(গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ
(ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমিত অনুপাত

১৮) প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে সুচিত হয়েছিলঃ

১৯) প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনরুপ জরীপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছে কি ঃ

২০) প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি ঃ

(উদ্যোগী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)